শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের সহযোগী ব্যবসায়ীদের তালিকা হচ্ছে

ড. আফতাব হত্যা মামলাসহ চাঞ্চল্যকর ৫টি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ইমনকে

সাখাওয়াত হোসেন

আন্ডারওয়ার্ল্ডের শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমন ভারতে থাকা অবস্থায় ঢাকায় ব্যবসায়ীদের কাছে চাঁদা দাবির সাথে জড়িত রয়েছে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীদের কাছে কোন নম্বরে কত টাকা চাঁদা দাবি করতে হবে এবং কি ধরনের হুমকি দিলে টাকা আদায় হবে এসব বিষয়ে ইমনকে দিকনির্দেশনা দিত ওই ব্যবসায়ীরা। আন্ডারওয়ার্ল্ডের শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের সহযোগী ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরীতে মাঠে নেমেছে গোয়েন্দারা। একটি দায়িত্বশীল সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, তৃতীয় দফা রিমান্ড শেষে আজ (বৃহস্পতিবার) শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনকে আদালতে হাজির করা হবে। ইমনকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. আফতাব আহমাদ হত্যা মামলায় রিমান্ডের আবেদন জানাবে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। গোয়েন্দা পুলিশের কর্মকর্তারা ইমনকে চাঞ্চল্যকর আফতাব হত্যাকাণ্ডসহ ৫টি হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এর মধ্যে গোয়েন্দা পুলিশের দুই কর্মকর্তা হত্যা মামলাও রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত ইমনের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড এসআই সানোয়ার হোসেন ভূইয়াকে রাজশাহী পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। এর আগে এসআই সানোয়ার হোসেনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। পাশাপাশি ঢাকায় সিআইডি হেড অফিসে এনে ৩ দিন ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের সহযোগী ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে।

ইমনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এমন একটি সূত্র জানায়, ভারতে অবস্থান করলেও বাংলাদেশে ইমনের ছিল বিশাল নেটওয়ার্ক। ৪/৫ জন ব্যবসায়ীর সাথেও ইমনের গোপন সম্পর্ক ছিল। ইমনের চাঁদাবাজির বিভিন্নভাবে ওই ব্যবসায়ীরা সহযোগিতা করত। এসব ব্যবসায়ী ছাড়াও শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের শতাধিক আগ্নেয়াস্ত্র এখন আন্ডারওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসীদের হাতে। এক সময় এসব পেশাদার সন্ত্রাসী ইমনের হয়ে কাজ করলেও বর্তমানে তাদের সাথে ইমনের কোন যোগাযোগ নেই। ইমনের নেটওয়ার্কের বাইরে এসব অপরাধী। অত্যাধুনিক পিস্তল ও রিভলবার থেকে শুরু করে নানা ধরনের অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ছিল তার সংগ্রহে।

সূত্র জানায়, ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে ইমন জানিয়েছে, রাজধানীর অনেক পেশাদার সন্ত্রাসীই তার কাছ থেকে অস্ত্র ধার নিত। তবে সন্ত্রাসীদের মধ্যে অনেকেই নিয়মিত তার অস্ত্র বহন করত। এদের মধ্যে ৮ জনের তালিকা তৈরী করেছে সিআইডি। এদের গ্রেফতার করা গেলেই ইমনের অস্ত্রভাণ্ডারের অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে কিলার বাশার ওরফে নাক কাটা বাশার, কিলার জাহিদ ওরফে চাচা জাহিদ, কিলার মিন্টু ওরফে গরু মিন্টু, কিলার মনির ওরফে কাইল্যা মনির। পেশাদার সন্ত্রাসীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করত ইমনের শ্যালক টিটু। টিটুর সাথে খুলনার চরমপন্থীদের একটি গ্রুপের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বলে ইমন তদন্তকারী কর্মকর্তাদের জানিয়েছে। তবে অস্ত্রধারী ক্যাডারদের সঙ্গে টিটুর পাশাপাশি যোগাযোগ রক্ষা করত ধানমন্ডির বড় মানিক।

ইমন জানিয়েছে, কলকাতায় অবস্থান করার সময় নিয়মিত ঢাকায় মোবাইল ফোনে তার সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ ছিল। তার দলের ক্যাডাররা নিয়মিত চাঁদার টাকা তুলে হুন্ডি ও লোক মারফত কলকাতা পাঠাত। কলকাতায় পালিয়ে থাকা বাংলাদেশী সন্ত্রাসীদের প্রসঙ্গে ইমন জানায়, কলকাতা অবস্থানকালে কমবেশী সবার সাথেই তার যোগাযোগ ছিল। বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া সন্ত্রাসীরা নিয়মিত মিলিত হত কলকাতার শহরতলী এলাকায়। কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান করছে চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী বিএনপি নেতা জামালউদ্দিন হত্যা মামলার অন্যতম আসামী চেয়ারম্যান আবুল কাশেম, শীর্ষ সন্ত্রাসী মোহাম্মদপুরের প্রকাশ, শাহজাহানপুরের মানিক, জিসান, মতিঝিলের ইসহাক, পুরনো ঢাকার আইজি গেটের কচি, চামকা অপু, মিরপুরের শাহাদৎ ও পিয়ালসহ অপর সন্ত্রাসীরা।